দৈনিক খবর

তারিখ 04 DEC 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

20

নির্বাচনের মাধ্যমে গভর্নিং বডি গঠনে জেলা প্রশাসকের নির্দেশ

শাহতলী আলিয়া মাদ্রাসার সুনাম ক্ষুণ্নের চক্রান্ত ঃ এলাকায় উত্তেজনা

চাঁদপুর, ৩রা ডিসেম্বর (জেলা প্রতিনিধি জিয়াউর রহমান বেলাল)।– ঐতিহ্যবাহী শাহতলী আলিয়া মাদ্রাসার গভর্নিং বডি গঠন নিয়ে চরম অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। একটি স্বার্থান্বেষী মহল মাদ্রাসার সুনাম ক্ষুণ্নের চক্রান্তে লিপ্ত বলে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

শিক্ষামন্ত্রী, মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা মাধ্যমিক অধিদপ্তর, চাঁদপুরের জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট চাঁদপুর সদর থানার শাহতলী এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এক অভিযোগে জানান যে, বহুদিন যাবৎ শাহতলী আলিয়া মাদ্রাসাটি যথানিয়মে পরিচালিত হয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াকালে মাদ্রাসার বর্তমান অধ্যক্ষের যোগসাজশে সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে নিজস্ব দলীয় লোকদের সমন্বয়ে একটি মনগড়া গভর্নিং বডি গোপনভাবে গঠন করে তা অনুমোদনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এ গোপন কমিটির সাথে স্থানীয় জনগণের কোন যোগাযোগ নেই। স্থানীয় লোকজন এবং মাদ্রাসার হিতাকাংখী ধর্মপ্রাণ জনগণ এ ব্যাপারে অবগত নয়। কমিটি গঠনকালে ভোটারদের অবগতির জন্য ভোটার তালিকাও প্রকাশ করা হয়নি। অভিযোগে বলা হয়, মাদ্রাসাটির বর্তমান উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে একটি স্বার্থান্বেষী মহল নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য মাদ্রাসাটিকে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বর্তমান অধ্যক্ষের যোগদানের পর হতে তিনি অনিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং গভর্নিং বডির সভাপতির অনুমতি ছাড়াই নিজ ইচ্ছানুযায়ী মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থেকে ছাত্রদের পড়ালেখার চরম ক্ষতি করে আসছেন। যার ফলে প্রত্যেক শ্রেণী হতেই প্রায় অর্ধেক নিয়মিত ছাত্র অন্য প্রতিষ্ঠানে চলেগেছে।

অভিযোগে আরও বলা হয়, মাদ্রাসা গভর্নিং বডির সেক্রেটারী, সহ–সভাপতি, অধ্যক্ষসহ কথিত মাদ্রাসা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি ঢাকার সভাপতি ও ৪ জন মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে গত দুই বছর যাবৎ গ্রহণকৃত দান, যাকাত, ফেৎরা ও কোরবানীর চামড়া ও মৌসুমী ফসল ইত্যাদি তহবিলের টাকা মাদ্রাসার উন্নয়ন ও অন্যান্য কাজে আংশিক ব্যয় করে নিজেরাই বিভিন্নভাবে অপচয় বা আত্মসাৎ করছেন। জানা গেছে, স্থানীয় সংসদ সদস্য আলম খানও এ ব্যাপারে জরুরী তদন্তসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছেন।

অপর অভিযোগে জানা যায়, শাহতলী আলিয়া মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা মরহুম আলহাজ্ব মাওলানা আশিকুল্লার নামে প্রতিষ্ঠিত আশেকিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত এবং দাতা পরিবারটির ৪০ বছর যাবৎ দখলকৃত (স্বীয় বাসভবনের উঠোন ও বাগান বাড়ীতে রূপান্তরিত) ৩৪ শতাংশ বাসভূমি সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে স্থায়ী দাবি চেয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের আবেদন ও তদবীরের একটি প্রচেষ্টায়ও এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সহকারী কমিশনের (ভূমির) সরেজমিন তদন্ত প্রতিবেদনে এ খাসভূমি আশেকিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসার নামে বন্দোবস্তের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক সুপারিশসহ তা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্যে পাঠানোর নির্দেশ দিলেও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাকে বাধা ও আপত্তি উথাপন করে নতুনভাবে তদন্তের ব্যবস্থা করেছে।